দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 APR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

60

দেড় বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৮ই এপ্রিল।—দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর পর আজ শনিবার শ'খানেক পুলিশের উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও ক্লাস হয়নি বললেই চলে। কেবল জামাতী শিক্ষকদের পরিচালনায় বনবিদ্যা বিভাগের ২/৩টি ক্লাস হয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ১০ শতাংশ হবে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত। এদের অধিকাংশই ছিল প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তির কাজে আগত, বাকিরা শিবিরকর্মী ও সমর্থক। দীর্ঘদিন ধরে শিবিরকর্মীরা যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, দৃশ্যত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সে ব্যাপারে আতংক, উৎকন্ঠা ও নিরাপত্তাহীনতা এখনো বিরাজ করছে।

এদিকে, আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সাধারণ সভা বিজ্ঞান অনুষদের ১ নং গ্যালারীতে

চট্টগ্রাম ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৩

চট্টগ্রাম ঃ বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে, তবে ক্লাস হয়নি

(১ম পাতার পর)

অধ্যাপিকা হামিদা বানুর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত এক সিদ্ধান্তে শিক্ষক সমিতির কর্মবিরতির কর্মসূচী সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করা হয়।

সভায় হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি কোনোরকম একদেশদর্শিতা, পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ ও দলীয় সংকীর্ণতার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থহানি ঘটান তাহলে আবারো আন্দোলনে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না এবং সেক্ষেত্রে সকল দায়দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই বহন করতে হবে।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সর্বোচ্চ নির্বাহী পর্ষদ সিণ্ডিকেটের এপর্যন্ত কোনো সভা না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বক্তাগণ আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে সিণ্ডিকেটের নিয়মিত সভা আহ্বানের দাবী জানান। সভায় অপর এক সিদ্ধান্তে একাত্তরের ঘাতক যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ঘোষিত গণরায় বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক ঘাতক গোলাম আযমের মুক্তি দাবী করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। এছাড়া বর্তমান চ্যান্সেলর একজন স্বাধীনতাবিরোধী বিতর্কিত ব্যক্তি হওয়ায় তার স্থলে প্রধান বিচারপতিকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগদানের আহ্বান রাখা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন প্রফেসর হুজ্জোত আলী প্রামাণিক, প্রফেসর আলী ইমদাদ খান, ডঃ অনুপম সেন, প্রফেসর ইনামুল হক, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, ডঃ মঈনুল ইসলাম, ডঃ মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, ডঃ ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক মোহিত-উল-আলম, ডঃ আবদুর রশীদ প্রমুখ।